দৈনিক বাংলা

তারিখ 05 FEB 1995
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৭

উপবৃত্তি ঃ

নারী শিক্ষার বিস্তার ঘটছে

০৬

মিডিয়া সিন্ডিকেট ঃ ক্ষেতে-খামারে মাটি কাটার কাজ করেন কিরণ চন্দ্র সরকার। সংসার চলে অতি কষ্টে। তাঁর স্ত্রী পাটের শিকা বানিয়ে ও অন্যান্য হাতের কাজ করে সামান্য আয়-উপার্জন করেন। তাঁদের এক মেয়ে দুই ছেলে। মেয়ে জ্যোৎস্না পড়ে সপ্তম শ্রেণীতে, ছেলে দু'টি পড়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে। দু'কিলোমিটার পথ হেঁটে ওরা স্কুলে যায়। জ্যোৎস্না বলে, 'স্কুলের অন্য ছাত্রীরা যখন টিফিন খায় তখন আমরা টিউবওয়েলের পানিতে ক্ষুধা মেটাই। এত কষ্ট করছি লেখা-পড়ার সুযোগ পেয়েছি বলে।' জ্যোৎস্না জানায়, সুযোগটি তাঁদের মনে আশা জাগিয়েছে-লেখাপড়া শিখে একদিন নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারবে তারা, মা-বাবার কষ্টের জীবনে সুখ এনে দিতে পারবে।

জ্যোৎস্না পড়ে ঢাকার অদূরে কালিয়াকৈর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে। এই বিদ্যালয়ে দশম শ্রেণীর ছাত্রী পারভীন রুবী। তার আরো দু'বোন পড়ে এই বিদ্যালয়ে। তাদের পিতা আবদুল করিম কালিয়াকৈর বাজারের একজন সামান্য দোকানদার। সংসার চালাতে তার হিমশিম খেতে হয়। রুবী বলে, 'সুযোগ এসেছে বলে লেখাপড়া করতে পারছি, নইলে কবেই স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে যেতো।'

একইভাবে এই সুযোগের কথা বলল গাজীপুরের অদূরে অবস্থিত হাতিয়ার হাজী ছমিরুদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রী ফেরদৌসী আক্তার ও সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী আলেয়া আক্তার। কিন্তু এই সুযোগটি কি? এর নাম উপবৃত্তি। শিক্ষাঙ্গনের সঙ্গে দেশের প্রতিটি মেয়ের জীবনকে জড়িয়ে দেয়ার জন্য ষষ্ঠ হতে দশম শ্রেণীর ছাত্রীদের মধ্যে ১৯৯৪ সাল থেকে উপবৃত্তি চালু করা হয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে পৌরসভা আওতার বাইরের ছাত্রীরা এ উপবৃত্তি পাচ্ছে।

কালিয়াকৈর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের অভিভাবক সদস্য মোহাম্মদ আবদুল হক বলেন, স্কুলে পড়ার জন্য এখন ছাত্রীদের বেতন দিতে হয় না। উপবৃত্তি চালু হওয়ার আগে স্কুলে ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৩শ'। বৃত্তি চালু করার পর ছাত্রী সংখ্যা ৪শ'রও বেশী হয়েছে। ছাত্রী আরো বাড়বে। অভিভাবকরা আগে মেয়েদেরকে স্কুলে পাঠাতেন না। এখন পাঠাতে উৎসাহ পাচ্ছেন। তবে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি'র টাকা আরো বাড়ানো প্রয়োজন বলে অনুভব করছি। বিয়ে হয়েছে এমন ছাত্রীরাও স্কুলে পড়ছে। তারা নিয়মিত ক্লাশে উপস্থিত থাকে। তারাও উপবৃত্তি পাওয়ার যোগ্য বলে আমি মনে করি।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ জিন্নত আলী বলেন, বর্তমান সরকার মেয়েদের শিক্ষিত করে তোলার জন্যে উপবৃত্তি চালু করেছে। ষষ্ঠ শ্রেণীর একজন ছাত্রী প্রতি ছয় মাসে ১৫০ টাকা এবং নবম শ্রেণীর একজন ছাত্রী প্রতি ছয় মাসে ৬১০ টাকা পায়। ৬১০ টাকার মধ্যে নতুন বই কেনার জন্যে ২৫০ টাকা রয়েছে। এছাড়া ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রীর বেতন বাবদ ১৫ টাকা এবং নবম শ্রেণীর ছাত্রীর বেতনের ২০ টাকা স্কুল এ্যাকা-উন্টে জমা হয়। এসএসসি পরীক্ষার ফরম ফিলাপের সময় ২৫০ টাকা পাবে।

হাতিয়ার হাজী ছমিরুদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রী ফেরদৌসী আক্তার বলে, আমরা গাজীপুর ভূমিহীন গুচ্ছগ্রামে বাস করি। ৪ ভাই ৩ বোন আমরা। আমার আব্বা শহিদুল্লাহ ঢাকা খিলক্ষেতে একটি মুদি দোকানের কর্মচারী। ছোট বোন জেসমিনও প্রাইমারী স্কুলে পড়ে। উপবৃত্তি না পেলে আমাদের লেখাপড়া হয়তো বন্ধ হয়ে যেতো। আমি অন্যের বাসায় কাজ করে লেখাপড়া চালিয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছি।' উপবৃত্তি আমার পড়াশোনার আগ্রহকে অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। তবে বৃত্তির টাকায় আমার চলে না। কাগজপত্রের দাম অনেক বেড়ে গেছে।

ফেরদৌসীদের বাড়িতে মাত্র একটি তের হাতের ঘর। স্থান সংকুলানের অভাবে তাকে উঠানে বসে পড়তে হয়। অন্যের বাড়িতে কাজ শেষ করে রাত জেগে সে পড়াশোনা করে।

এই বিদ্যালয়ের আলেয়া আক্তার এবছর ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে সপ্তম শ্রেণীতে উঠেছে। সে-ও গাজীপুর ভূমিহীন গুচ্ছগ্রামের বাসিন্দা। আলেয়া জানায়, আমার আব্বা ওয়ালেক মিয়া ঢাকায় মহাখালীর একটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীতে দারোয়ানের চাকরি করে। আমার ৫ ভাই এবং আমিই একমাত্র বোন। আব্বার বেতনের টাকায় আমাদের এতবড় সংসারের খরচ চলে না। আমার নানী মানুষের বাসায় কাজ করে আমাদের লেখাপড়ার খরচ যোগায়। আমি ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে সপ্তম শ্রেণীতে ওঠার সময় প্রথম হয়েছি। উপবৃত্তি চালু হওয়াতে আমার পড়াশোনা করার একটি ভাল সুযোগ এসেছে। এভাবে বৃত্তি পেলে এসএসসি পাস করার পরও পড়ব।

হাজী ছমিরুদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ মেসবাহউদ্দীন বলেন, এই বিদ্যালয়ে সহশিক্ষা ব্যবস্থা চালু থাকলেও ছাত্রী সংখ্যাই বেশী। এ বছর ৬শ' ছাত্রী ভর্তি হয়েছে। আরো ছাত্রী ভর্তি হবে, কারণ সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রীরা ৪০ টাকা উপবৃত্তি পাবে। ২৫ টাকা ছাত্রীর এ্যাকাউন্টে এবং ১৫ টাকা স্কুলের এ্যাকাউন্টে তার বেতন বাবদ জমা হবে। কিন্তু তাদের বেতনের ভর্তুকির টাকাটা এখনো স্কুলে আসেনি। এছাড়া গত জুলাই থেকে ডিসেম্বর '৯৪ পর্যন্ত উপবৃত্তির এককালীন টাকার ব্যাপারে কোন চিঠি এখনো আসেনি। পৌরসভার বাইরের মেয়েদের স্কুলগুলোতে ৭ম ও ৮ম শ্রেণীর ছাত্রীদের বেতন মওকুফ বাবদ যে ভর্তুকির টাকা দেয়ার কথা ছিল সে টাকাও পাইনি। তবুও বিনা বেতনের আমরা তাদেরকে পড়াচ্ছি।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখার উপপরিচালক দায়িত্বে নিযুক্ত নজরুল ইসলামের কাছে উপবৃত্তির কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, সরকার এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এবং নিজস্ব সম্পদে গ্রামীণ থানাগুলোতে অধ্যয়নরত ছাত্রীদেরকে লেখাপড়ায় উৎসাহিত করার জন্যে উপবৃত্তি চালু করেছে। ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীর ছাত্রীরা এ উপবৃত্তি পাবে। ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ১১৮টি থানায় যতগুলো স্কুল আছে সবগুলো স্কুলের মেয়েদেরকে এই উপবৃত্তি দিয়েছে। সাতটি থানায় নোরাড এবং ২৬২টি থানায় বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব সম্পদে বৃত্তি দেয়া হবে। ৫৩টি থানায় এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় উপবৃত্তি দেয়া হচ্ছে।

দেশের লাখ লাখ জ্যোৎস্না, রুবি, ফেরদৌসী ও আলেয়ার জীবনে উপবৃত্তি নামের সুযোগটি নিয়ে এসেছে এক স্বপ্ন ও প্রত্যাশা, সেই সঙ্গে এক প্রত্যয় ও চেতনা।

(মিডিয়া সিন্ডিকেট ফিচার)